৯. ছিনাথ বউরূপী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়ুয়ারা এই মজাদার গল্পের মধ্যে হাস্যরস খুঁজে পাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এই গল্পের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নিজেদের মতামত দিতে পারবে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের শ্রীকান্ত একজন ভবঘুরে। এখানে সে তার ছেলেবেলার একটি ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছে। একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কী তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। একটি না-দেখা বাঘের ভয়ে সবাই তটস্থ। অবশেষে ইন্দ্র এসে সকলকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। লক্ষ করবে, পুরো ঘটনাই খুব মজা করে লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন। আর আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ভুল হিন্দি শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যবহার করায় মজার পরিবেশ একেবারে জমজমাট।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হয়েও শেষ হয় নি। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে, এবং সন্ধ্যা শেষ হতে না-হতেই চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে আমরা কয় ভাই রোজকার প্রথামতো বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালিয়ে বই খুলে বসে গিয়েছি। দেউড়িতে হিন্দুস্থানি পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শোনা যাচ্ছে, এবং ভেতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা-র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার দুই এন্ট্রান্স ফেল করবার পর গভীর মনোযোগের সঙ্গে তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁর প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কারও সময় নষ্ট করবার যো ছিল না। আমাদের

Scanned with CamScanner

পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা থেকে ন'টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা বলে মেজদা-র 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়তে বসেই কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মতো করতেন। তার কোনোটাতে লেখা থাকত 'বাইরে', কোনোটাতে 'থুথুফেলা', কোনোটাতে 'নাকঝাড়া', কোনোটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট নিয়ে মেজদার সুমুখে ধরে দিলেন। মেজদা তাতে স্বাক্ষর করে লিখেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট থেকে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়তে যেতে পারে। ছুটি পেয়ে যতীনদা টিকিট হাতে উঠে যেতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করলেন। মেজদা 'না' লিখে দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারী করে মিনিট দুই বসে থেকে 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করে দিলেন। এবার মঞ্জুর হল। মেজদা সই করে লিখলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট থেকে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা নিয়ে ছোড়দা হাসিমুখে বের হতেই যতীনদা ফিরে এসে হাতের টিকিট দাখিল করলেন। মেজদা ঘড়ি দেখে সময় মিলিয়ে একটা খাতা বের করে সেই টিকিট গাঁদ দিয়ে এঁটে রাখলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁর হাতের কাছেই মজুত থাকত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরে কৈফিয়ত তলব করা হত।

ছোড়দা ফিরে আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফেটে যেতে লাগল। কাজেই টিকিট পেশ করে উন্মুখ হয়ে রইলাম। মেজদা তাঁর সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন— তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কী না, অর্থাৎ কাল-পরশু কী পরিমাণে জল খেয়েছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চিৎকার— ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কীসে এদের খেয়ে ফেলল, আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার পূর্বেই মেজদা মুখ তুলে একটা বিকট শব্দ করে বিদ্যুদ্‌বেগে তার দুই-পা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে সেজ উলটে দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল। মেজদার ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি

Scanned with CamScanner

সেই যে 'আঁ-আঁ করে প্রদীপ উলটে চিৎ হয়ে পড়লেন, আর খাড়া হলেন না।

ঠেলাঠেলি করে বের হতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চেপে ধরে তাদের চেয়েও জোরে চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে ফেলছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করতে পারে, তারই লড়াই চলছে। এই সুযোগে একটা চোর নাকি পালাচ্ছিল, দেউড়ির সেপাইরা তাকে ধরে ফেলেছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চিৎকারে হুকুম দিচ্ছেন— আউর মারো— মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকালের মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠোন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। দারওয়ানরা চোরকে মারতে মারতে আধমরা করে টেনে আলোর সামনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। তখন চোরের মুখ দেখে বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকিয়ে গেল! আরে, এ যে ভট্‌চায্যিমশাই।

তখন কেউ-বা জল, কেউ-বা পাখার বাতাস, কেউ-বা তাঁর চোখে-মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতর মেজদাকে নিয়ে সেই ব্যাপার।

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খেয়ে রামকমল ভট্‌চায্যি প্রকৃতিস্থ হয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সবাই প্রশ্ন করতে লাগল, 'আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন?' ভট্‌চায্যিমশাই কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'বাবা বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল।'

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার বলতে লাগল, 'ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ করে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।'

মেজদার চৈতন্য হলে তিনি নিমীলিত চোখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সংক্ষেপে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার।' কিন্তু কোথা সে? মেজদার 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভালুক'ই হোক, সে এলোই বা কীভাবে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখেছে, তখন সে একটা কিছু বটেই।

তখন কেউ-বা বিশ্বাস করল, কেউ-বা করল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন নিয়ে ভয়চকিত নেত্রে চারদিকে খুঁজতে লাগল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলেই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই একসঙ্গে বারান্দায় উঠতে চায়, কারও মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠোনের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তারই ঝোপের মধ্যে বসে এক বৃহৎ জানোয়ার, বাঘের মতোই বটে। চোখের পলকে বারান্দা খালি হয়ে বৈঠকখানা ভরে গেল— জনপ্রাণী আর সেখানে নেই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্যে থেকে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসতে লাগল— সড়কি লাও— বন্দুক লাও।

এমনি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে ইন্দ্র এসে উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হাঙ্গামা শুনে বাড়ি ঢুকেছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল— 'ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়।'

প্রথমটা সে থতমত খেয়ে ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনে নিয়ে একা নির্ভয়ে উঠোনে নেমে গিয়ে লণ্ঠন তুলে বাঘ দেখতে লাগল। বেশ করে দেখে ইন্দ্র বলল, 'দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়।' তার কথাটা শেষ হতে-না-হতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করে মানুষের গলায় কেঁদে উঠল। পরিষ্কার বাংলা করে বলল, 'না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই— ছিনাথ বউরূপী।' ইন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল। ভট্‌চায্যিমশাই খড়ম হাতে সবার আগে ছুটে এলেন— 'হতভাগা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা

Scanned with CamScanner

পাও না?'

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলে, 'ব্যাটাকো কান পাকাড়কে লাও।'

কিশোরী সিং সবার আগে দেখেছিল, সুতরাং তারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলে, সেই গিয়ে তার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল। ভট্‌চায্যিমশাই তার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসিয়ে দিয়ে রাগের মাথায় হিন্দি বলতে লাগলেন, 'এই হতভাগা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া—'

ছিনাথের বাড়ি বারাসাতে। সে প্রতিবছর এই সময়টায় একবার করে রোজগার করতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সেজে গান শুনিয়ে গিয়েছিল। সে একবার ভট্‌চায্যিমশাইয়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়তে লাগল। বলল, ছেলেরা অমন করে ভয় পেয়ে প্রদীপ উলটে মহামারী কাণ্ড বাধিয়ে তোলায় সে নিজেও ভয় পেয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। ভেবেছিল একটু ঠাণ্ডা হলেই বেরিয়ে তার সাজ দেখিয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হয়ে উঠল যে, তার আর সাহসে কুলাল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, কিন্তু পিসেমশায়ের রাগ আর পড়ে না। গরম হয়ে হুকুম দিলেন, ওর ল্যাজ কেটে দাও। তখন, তার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কেটে রেখে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। পিসিমা উপর থেকে রাগ করে বললেন, 'রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।'

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। বাবা, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মা, ভুবনমোহিনী দেবী। প্রভাসচন্দ্র ও প্রকাশচন্দ্র নামে শরৎচন্দ্রের আরও দুই ছোটো ভাই এবং অনিলা দেবী ও সুশীলা দেবী নামে দুই বোনও ছিলেন। শরৎচন্দ্রের কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানত ভাগলপুরে মামার বাড়িতে কাটে। এখানে ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৭ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'মন্দির' নামে গল্পটি 'কুন্তলীন পুরস্কার' লাভ করে। যমুনা পত্রিকায় তাঁর লেখা রামের সুমতি, পথ-নির্দেশ ও বিন্দুর ছেলে প্রকাশিত হলে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। এরপর ভারতবর্ষ পত্রিকায় বিরাজ বৌ, পণ্ডিতমশাই, পল্লীসমাজ, প্রভৃতি প্রকাশিত হলে বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আসন স্থায়ী হয়ে যায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. লিট' বা সাহিত্যাচার্য উপাধি পান। অভিনয় করতে, গান গাইতে ও ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা : শ্রীকান্ত (৪ পর্ব), পথের দাবী, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দত্তা, দেবদাস, প্রভৃতি। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। পাঠ্যাংশটি শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব থেকে সংকলিত। কিছুটা সংক্ষেপিত এবং সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় বদলে নেওয়া হয়েছে। শিরোনাম আমাদের দেওয়া।

সংক্ষেপে রচনার কথা: এই লেখার 'আমি' অর্থাৎ শ্রীকান্ত তাঁর ছেলেবেলার একটি দিনের স্মৃতি এখানে বর্ণনা করেছেন। এক বর্ষারাতে শ্রীকান্ত ও তাঁর দুই পিসতুতো দাদা বৈঠকখানা ঘরে তাঁদের মেজদার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করছিলেন। এমন সময় শ্রীকান্তের পিঠের কাছে 'হুম' করে একটা শব্দ হতেই সমস্ত লন্ডভন্ড হয়ে গেল। চারদিকে চিৎকার চেঁচামেচি। এক চোরকে পালাতে দেখে দেউড়ির দারোয়ান তাকে ধরে ফেলে বেদম পিটুনি দিয়েছে। পরে আলোতে দেখা গেল, চোর বলে যাকে ধরা হয়েছিল তিনি ভট্‌চায্যিমশাই। তখন পাখার বাতাস, জলের ঝাপটা দিয়ে তাঁকে সুস্থ করা হলে তিনি বললেন, বৈঠকখানা থেকে একটা মস্ত ভালুককে পালাতে দেখে তিনি ছুটছিলেন। ছোড়দা ও যতীনদা বললেন, ওটা ভালুক নয়, বাঘ। জ্ঞান ফিরে পেয়ে মেজদা বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'। অবশেষে কিশোরী সিং উঠোনে ডালিম গাছের ঝোপে বড়ো জানোয়ারের মতো কী একটা দেখতে পেল। ভয় পেয়ে বাড়িসুদ্ধ লোক বারান্দা থেকে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলেন। এমন সময় সেখানে এসে

Scanned with CamScanner

হাজির হল ইন্দ্র। সব শুনে সে লণ্ঠন নিয়ে উঠোনে নেমে বাঘ খুঁজতে গিয়ে দেখল, বাঘ নয় ছিনাথ বউরূপী। ছিনাথ কাঁদতে কাঁদতে বলল, সে বাঘ সেজে এসেছিল। কিন্তু ছেলেরা সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেওয়ায় সে-ও ভয় পেয়ে ঝোপে লুকিয়েছিল। অবশেষে ছিনাথকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে তার খড়ের লেজটি কেটে রেখে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

অবিশ্রান্ত—অবিরাম, অনবরত। বিপরীত—বিশ্রান্ত

সমাচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, আবৃত। সম্ + আচ্ছন্ন। বিশেষণ। বিশেষ্য—সমাচ্ছন্নতা

সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে—অন্যান্য দিনের চেয়ে আগে খেয়ে নিয়ে। লক্ষ কর : খাওয়া হয়েছে সন্ধে পার হয়ে যাবার পর কিন্তু লেখা হয়েছে 'সকাল সকাল' মানে অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি

তুলসীদাসী সুর—ভক্ত কবি তুলসীদাস রচিত **রামচরিত-মানস**-এর সুর

তত্ত্বাবধান—দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ। তত্ত্ব + অবধান। বিশেষ্য। বিশেষণ—তত্ত্বাবধায়ক

বিদ্যাভ্যাস—পড়াশোনা করা, বিদ্যাচর্চা, বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যা + অভ্যাস

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি—এখনকার VIII ও VII তখনকার দিনে স্কুলের নীচের দিক থেকে এইভাবে ক্লাস গণনা করা হত : নাইন্থ ক্লাস (II) এইট্থ ক্লাস (III), সেভেন্থ ক্লাস (IV), সিকস্থ ক্লাস (V), ফিফত ক্লাস (VI), ফোর্থ ক্লাস (VII), থার্ড ক্লাস (VIII), সেকেন্ড ক্লাস (IX) এবং ফার্স্ট ক্লাস (X)

এন্ট্রান্স—entrance, প্রবেশিকা পরীক্ষা, স্কুল পর্যায়ের শেষ পরীক্ষা, এখনকার মাধ্যমিকের সমতুল্য

প্রত্যহ—প্রতিদিন, রোজ রোজ। প্রতি + অহ। বিশেষ্য। বিশেষণ—প্রাত্যহিক

স্বাক্ষর—সই, দস্তখত, নিজের হাতে লেখা অক্ষর। স্ব + অক্ষর। কিন্তু সাক্ষর = অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন

পেশ—দাখিল, সামনে স্থাপন। ফারসি শব্দ

আর্জি—বা আরজি। প্রার্থনা, আবেদন, নিবেদন। আরবি শব্দ। অন্য মানে : আবেদনপত্র। দরখাস্ত

রোজকার প্রথামতো—রোজকার রীতি অনুযায়ী

রেড়ির তেল—রেড়ি = ভেরাণ্ডার গাছ ও ফল। এই ফলের বীজ থেকে তৈরি তেল

সেজ—কাচের দীপাধার। shade

দেউড়ি—বাড়ির প্রবেশদ্বার, ফটক

হিন্দুস্থানি—এখানে অর্থ উত্তর ভারতের অধিবাসী

পেয়াদা—চাপরাশি। ফারসি শব্দ

ফিট—fit, মূর্ছা

ব্যামো—রোগ, ব্যাধি, অসুখ, পীড়া

সেপাই—সাধারণ পুলিশ বা সেনা। এখানে অর্থ — পাহারাদার। ফারসি শব্দ

দারওয়ান বা দরোয়ান—প্রহরী, দ্বাররক্ষী। ফারসি শব্দ

ভট্চায্যিমশাই—ভট্টাচার্য মহাশয়ের কথ্যরূপ

প্রকৃতিস্থ—সুস্থ, স্বাভাবিকতা ফিরে আসা, ধাতস্থ। বিপরীত—অপ্রকৃতিস্থ

চৈতন্য—চেতনা, সাড়া, হুঁশ, জ্ঞান। বিপরীত—অচৈতন্য

নিমীলিত—বোজা, মুদ্রিত। বিশেষণ। বিশেষ্য—নিমীলন। বিপরীত—উন্মীলিত

'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ভারতে যে ডোরাকাটা বাঘ দেখা যায়

লণ্ঠন—কাচের আবরণযুক্ত বাতি। lantern

ভয়চকিত—ভয়ে দিশাহারা

পালোয়ান—বলবান, শক্তিশালী। বিশেষণ। বিশেষ্য—পালোয়ানি। হিন্দি পহলবান থেকে

বারান্দা—ঘরের সঙ্গে লাগানো চত্বর বা দাওয়া। ফারসি শব্দ

সড়কি লাও—বন্দুক লাও—সড়কি (বল্লম বা বর্শা) আনো, বন্দুক আনো

Scanned with CamScanner

দাখিল—জমা করা, পেশ করা। আরবি শব্দ

মঞ্জুর—বা মন্‌জুর। অনুমোদিত। আরবি শব্দ। বিশেষণ। বিশেষ্য—মঞ্জুরি

পরওয়ানা—বা পরোয়ানা। অনুমতিপত্র। ফারসি শব্দ

সাজ-সরঞ্জাম—নানা উপকরণ

মজুত—জমা আছে এমন, সঞ্চিত। আরবি শব্দ

কৈফিয়ত—অভিযোগের উত্তরে কারণ দেখানো, জবাব। আরবি শব্দ

তলব—ডেকে পাঠানো, হাজির হওয়ার আদেশ, আহ্বান। এখানে মানে—চাওয়া। আরবি শব্দ

উন্মুখ—উৎসুক, ব্যগ্র। উৎ + মুখ। বিশেষণ। বিশেষ্য — উন্মুখতা। বিপরীত—পরাঙ্‌মুখ

গগনভেদী—আকাশ ভেদ করে উপরে ওঠে এমন

দক্ষযজ্ঞ—লন্ডভন্ড কাণ্ড, বিপর্যস্ত অবস্থা। পুরাণে আছে: সতীর পিতা দক্ষ শিবকে বাদ দিয়ে যজ্ঞ করেন। স্বামীর অপমানে সতী যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। ফলে, শিব ও তাঁর অনুচরেরা ওই যজ্ঞ পণ্ড করেন

মহামারী—মড়ক, সংক্রামক রোগের জন্য বিপুল লোকক্ষয়। এখানে মানে—ভয়ানক লন্ডভন্ড কাণ্ড

হাঙ্গামা—গোলমাল, ঝামেলা। ফারসি শব্দ

ছোঁড়া—ছোকরা। অন্য মানে : নিক্ষেপ করা (ঢিল ছোঁড়া)

নির্ভয়—ভয়ডরহীন, ভয় পায় না এমন

বউরূপী—বহুরূপী

কান পাকাড়কে লাও—কান ধরে নিয়ে এসো

বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া—বজ্জাতটার জন্য আমার হাড়গোড় চুরমার হয়ে গেছে

কিলায়কে কাঁঠাল পাকায় দিয়া—কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিয়েছে। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো—এটি একটি বাংলা প্রবচন। অর্থ : উপযুক্ত সময় হবার আগেই কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা। কাঁঠাল পুরোপুরি পাকবার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে কিল মেরে মেরে তাকে পাকাবার চেষ্টা করা

নারদ—ব্রহ্মার মানসপুত্র, দেবর্ষি। নারদ! নারদ! — একটি প্রবচন। অর্থ : কোনো কলহ শুরু হওয়ার আগে বা শুরু হলে তা আরও জমে উঠুক এই মনোভাব নিয়ে এই উক্তি করা হয়

উত্তরোত্তর—পরপর, ক্রমশ, ক্রমে। উত্তর + উত্তর

শব্দের ঝাঁপি

আরবি শব্দ	:	আর্জি দাখিল মঞ্জুর কৈফিয়ত তলব
ফারসি শব্দ	:	পেয়ালা পেশ পরওয়ানা সেপাই দারওয়ান বারান্দা হাঙ্গামা
হিন্দি শব্দ	:	পালোয়ান
নতুন শব্দ	:	অবিশ্রান্ত সমাচ্ছন্ন দেউড়ি গগনভেদী প্রকৃতিস্থ নিমীলিত দীর্ঘশ্বাস থতমত মহাক্রোধে মহামারী উন্মুখ বিদ্যাভ্যাস

কী শিখলে? এবং কতটা?

১. মুখে মুখে বলো:

ক) এ লেখাটি কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে?

খ) সেই বইটির লেখক কে?

গ) এই লেখার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি বলতে কোন্ কোন্ ক্লাস বোঝাচ্ছে?

Scanned with CamScanner

ঘ) মেজদার কীসের ব্যামো ছিল?

ঙ) রেড়ির তেল কী থেকে তৈরি হয়?

চ) রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় দেখা যায়?

ছ) ছিনাথের বাড়ি কোথায়?

জ) আগের দিন সে কী সেজে গান গেয়েছিল?

২. এককথায় উত্তর দাও: কোনটা ঠিক? তার পাশে ✓ চিহ্ন দাও

ক) ছেলেরা কীসের উপর বসে পড়ছিল?	চেয়ারে/মেঝেতে/ঢালা-বিছানায়
খ) হিন্দুস্থানি পেয়াদারা সুর করে কোন বই পড়ছিল?	রামায়ণ/মহাভারত/রূপকথা
গ) কোন আলো জ্বেলে পড়ছিল?	সেজ/মোম/বাল্‌ব
ঘ) চোর ভেবে সেপাইরা কাকে ধরেছিল?	ইন্দ্রনাথকে/দ্বারিকবাবুকে/ভট্‌চায্যিমশাইকে
ঙ) ঝোপের মধ্যে বৃহৎ জানোয়ার প্রথম কে দেখেছিল?	কিশোরী/শ্রীকান্ত/যতীনদা

৩. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর লেখো

ক) 'পাশের' পড়ার যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য মেজদা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

খ) 'হুম' শব্দ শোনার পর ছোড়দা ও যতীনদা কী করল?

গ) মেজদা কীভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?

ঘ) ভট্‌চায্যিমশাইকে সুস্থ করার জন্য কী কী করা হল?

ঙ) ভট্‌চায্যিমশাই ছুটছিলেন কেন?

চ) ছিনাথ বউরূপীকে কে কে কোন কোন জন্তু বলে ভেবেছিল?

ছ) সব শোনার পর ইন্দ্র কী করল?

জ) ছিনাথ ডালিম গাছের ঝোপে লুকিয়েছিল কেন?

৪. বড়ো প্রশ্ন: পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) 'ছিনাথ বউরূপী'তে যে কৌতুকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা বর্ণনা করো।

খ) কেবল একটি 'হুম' শব্দ শুনেই বাড়িতে যে লন্ডভন্ড কাণ্ড ঘটে গেল তার একটি বর্ণনা দাও।

গ) এই রচনার কোন্ চরিত্রটি তোমার সবচেয়ে প্রিয়? কারণ দেখিয়ে বুঝিয়ে লেখো।

ঘ) 'মেজদা ও ইন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন স্বভাবের মানুষ'—আলোচনা করো।

ঙ) ছিনাথ বউরূপীর উপর ভট্‌চায্যিমশাইয়ের রাগ কতখানি যুক্তিযুক্ত—বুঝিয়ে লেখো।

চ) রোজগার করতে এসে ছিনাথ বউরূপীকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হল তা বর্ণনা করো।

ছ) 'পাশের' পড়া করবার জন্য মেজদা যে নিয়ম চালু করেছেন তাতে পড়ার চেয়ে পড়ার-সময়ের অপব্যয় হয় বেশি—এ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

Scanned with CamScanner

ব্যাকরণ

১. কোন ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে: দাখিল টিকিট পেয়াদা সেপাই এন্ট্রান্স মঞ্জুর তলব হাঙ্গামা

২. পদ-পরিবর্তন করো

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
.....	উত্তীর্ণ	প্রত্যহ	.....
তত্ত্বাবধান	.....	.....	মঞ্জুর
পালোয়ান	.....	.....	উন্মুখ

৩. বিপরীত অর্থের শব্দ লেখো: **অবিশ্রাম উত্তীর্ণ উন্মুখ প্রকৃতিস্থ চৈতন্য**

৪. অর্থের পার্থক্য বজায় রেখে বাক্যরচনা করো: সেজ—সেজো স্বাক্ষর—সাক্ষর পড়ে—পরে

রোজকার—রোজগার

৫. মোটা হরফের শব্দগুলি কোন্‌টা কোন কারক ও বিভক্তি লেখো

ক) নিমেষে **শতকণ্ঠ** চিৎকার করে উঠল।

খ) মেজদার ছিল **ফিটের** ব্যামো।

গ) আকাশটা ঘন **মেঘে** সমাচ্ছন্ন।

ঘ) **ঝোপের** মধ্যে বসে একটা বৃহৎ জানোয়ার।

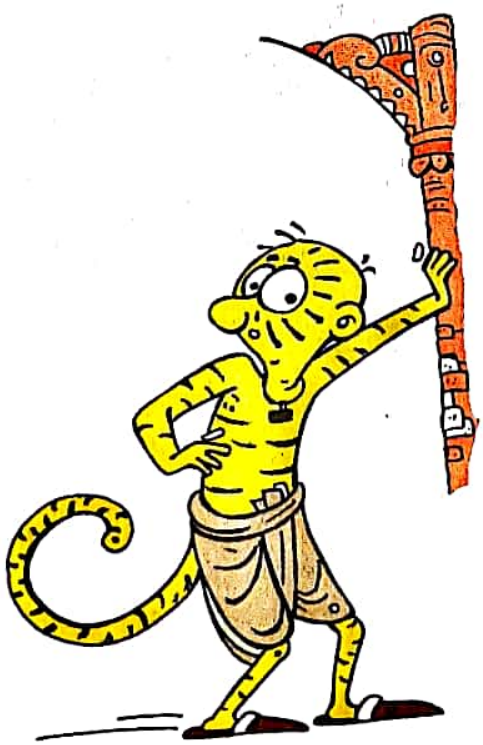

Scanned with CamScanner